০৩-০৩-১৮ প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা -- সেবায় কখনো অলস হবেনা। বিচার সাগর মন্থন করে বাবা যা শোনান, তাকে কার্যে (অ্যাক্টে) পরিণত করতে হবে"

প্রশ্ন : বাবা কোন্ বাচ্চাদের প্রতি খুশি থাকেন ?

উত্তর : যারা নিজেদের সেবা নিজেরাই করে। বাবাকে অনুসরণ করে, তাই সুপুত্র। বাবার দেখানো রাস্তাতেই চলে। এই বাচ্চাদের প্রতি বাবা খুশি থাকেন । বাবা বলেন - বাচ্চারা কখনোই নিজেরদের উপর কৃপার অভাব রেখোনা না । নিজেরদেরকে সতর্ক করার জন্য সর্বদা নিজের এইম পঅবজেক্টের ছবি পকেটে রাখবে এবং বার-বার তা দেখতে থাকবে, তাহলে অত্যন্ত খুশিতে থাকবে। রাজকীয় নেশাতে থাকতে পারবে।

গীত:- ওম নমঃ শিবায় .....

ওম্ শান্তি। তোমরা, বাচ্চারা যার মহিমা গীত শুনছো তিনি তোমাদের সম্মুখে বসে তোমাদেরকে রাজযোগ শেখাচ্ছেন। যদি কেউ ভালো কাজ করে যান তাহলে পরে সকলেই যাবার পর তাঁর মহিমা কীর্তন করে। যেমন শঙ্করাচার্য সন্ন্যাস ধর্ম স্থাপন করে গেছেন তাহলে তাঁর মহিমা গান নিশ্চয় হবে। সন্ন্যাসীদের ডিন্যাস্টি বলা হবে না। অন্য ধর্মে রাজাদের ডিন্যাস্টি চলতে থাকে। সন্ন্যাসীদের রাজাদের মতন ডিন্যাস্টি হয় না।যেমন খ্রিস্টানদের রাজ্যত্ব চলতে থাকে। ধর্মও আছে ,রাজ্যত্বও আছে। তেমনি এটাও (দেবতাদের) ধর্মও এবং রাজ্যত্বও, যার ছবিও বানানো হয়েছে। নিচে রাজযোগের তপস্যা করছে আর উপরে রাজধর্মের ছবি। রাজধর্মের জন্য তোমাদের এখানকার ছবি দেওয়া হয়। সেই নাম রূপের ভবিষ্যৎ ছবি তো আর হাতে নেই। তোমরা জানো, আমরা এখন রাজযোগ শিখছি। এরপর মুকুট সমেত রাজ্যত্ব করবো। সেই নাম রূপ সব পাল্টে যাবে। এই ছবিও বাচ্চাদেরকে নিজেদের কাছে রাখা উচিত। যাতে বাচ্চারা বুঝতে পারে, ভবিষ্যতে রাজপদ আমরাই পাবো। যারাই ব্রাহ্মনদের কুলভূষণ এবং যাদের বিশ্বাস আছে। বিশ্বাস তো সকলেরই হয়। বলে আমরা নারায়ণকে বরণ করবো। তাহলে রাজযোগের ছবি, উপরে রাজ্যত্বের ছবি এবং তার উপর শিববাবার ছবি থাকা উচিত । এর উপরে কনট্রাস্ট দেখানো হোক -উনি শঙ্করাচার্য, ইনি হলেন ভগবান শিবাচার্য। ইনি জ্ঞানের সাগর। শঙ্করাচার্য জ্ঞানবান, জ্ঞান শোনান। উনি কিসের জন্য জ্ঞান শোনান ? হঠ যোগী কর্ম সন্ন্যাসী বানানোর জন্য। ওনার ছবিই আলাদা। তাঁর আসন আলাদা তাই তাঁর ছবি বানানো উচিত। হঠযোগের আসন, গেরুয়া বস্ত্র, মুন্ডিত মস্তক.....এরকম ছবি দেখানো উচিত। তাহলে কনট্রাস্ট প্রমাণিত হয়। তাঁদের পুনর্জন্ম এখানেই হয়। এই সবের উপর বিচার মন্থন করে তোমরা অনেক কাজ বা সেবা করতে পারো। কিন্ত এমন পুরুষার্থী খুবই বিরল। মায়া সেবায় অত্যন্ত আলস্য উৎপন্ন করে , ভীষণ ধোকা দেয়। অতএব সন্ন্যাস ধর্মেরও ছবি বানিয়ে লিখে দেওয়া উচিত -শঙ্করাচার্যের দ্বারা স্থাপিত হঠযোগ, কর্ম সন্ন্যাস কবে আরম্ভ হল। কখন সম্পূর্ণ হবে। তোমরা যে কোনো ধর্মের সন -তারিখ বের করতে পারো। সকলেই ধর্ম, পন্থ ও মঠ এক সময়েই হয়।

অতএব এই সব বিষয়ে বিচার মন্থন করার পর কার্যে আসা উচিত । কনট্রাস্ট দেখাতে হবে। ওটা হলো শঙ্করাচার্যের স্থাপনা এবং এটা শিবাচার্যের। এই রাজযোগ অর্ধেক কল্প পর্যন্ত থাকে। শিববাবা তখনই আসেন যখন হঠযোগের বিনাশ হয় এবং রাজযোগ আরম্ভ হবে। অতএব এইরকম যুক্তির দ্বারা ছবি বানাতে হবে। ওই হঠযোগ দ্বাপর থেকে কলিযুগের শেষ পর্যন্ত চলতে থাকে। রাজযোগের ২১ জন্মের রাজধানী থাকে। পুনরায় লিখতে হবে- ওটা হলো হঠযোগ, ওখানে ঘর-দুয়ার ত্যাগ করতে হয়, সম্পূর্ণ পুরানো সৃষ্টি থেকে সন্ন্যাস নিতে হয়। আমাদের তো প্রত্যেকটা ছবিতে লিখিত রয়েছে । আর কাদেরও এই রকম লিখিত ছবি হয় না। তোমরা তিথি-নক্ষত্র সবই জানতে পারো। সুতরাং বাড়িতেও রাজযোগ ও রাজপদের ছবি দেখে নেশাছন্ন হয়ে যাবে। তোমাদের দেবতাদের ছবির সামনে হাত জোড়করার দরকার নেই। তোমরা নিজেরাই তো তা হচ্ছ । সামনে ছবি দেখে খুশির পারা উর্ধমুখী হবে এবং মনের আয়নায় নিজে মুখও দেখবে - আমরা কি এই রকম লক্ষ্মী, এই রকম নারায়ণকে বরণ করার যোগ্য ? নাহলে তো লজ্জা পাবে। যারা যোগে থেকে বিকর্মের বিনাশ করে , তারাই ওতো উঁচু পদ পেতে পারে। এটা হলো ভবিষ্যতের জন্য পড়াশুনো ,অন্য সব পড়াশুনো করা হয় এই দুনিয়ার জন্য, এই জন্মের জন্য। তোমাদের ভবিষ্যতের জন্যই এই পাঠ পড়া। এটা বুদ্ধিতে থাকা উচিত। মানুষ যাদের ভক্তি করে তাদের ছবি পকেটে রাখে। যেমন বাবা শ্রী নারায়ণের ছবি রাখতেন। কিন্তু এই জ্ঞান ছিল না যে আমরাই এরকমই হবো। বাবা বলেন তোমরা নর থেকে নারায়ণ হতে পারো। সুতরাং এই ছবি এবং সন্ন্যাসীদেরও ছবি পকেটে থাকুক। আত্মীয়-স্বজনদের এই ছবির দ্বারা বোঝালে তারা খুব খুশি হবে। তাদেরকেও করুনা করতে হবে। কেউ বুঝুক বা নাই বুঝুক আমাদের কাজ হলো প্রত্যেককে বোঝানো। আমাদেরকে ভগবান রাজযোগ শেখান , উনি ছাড়া কেউ রাজযোগের দ্বারা লক্ষ্মী-নারায়ণ তৈরী করতে পারবেন না। অতএব ছবি দেখলে খুশির পারদ উর্ধমুখী হবে।

মানুষ চাকরি করতে যায়, পথে মন্দির দেখতে পেলে হাত জোর করে। সেটা হলো ভক্তি। তোমাদের তো এই জ্ঞান রয়েছে - আমরাই এরা। আমরা জাগদম্বার সন্তান । জগদম্বা নর থেকে নারায়নে রূপান্তরের কর্তব্য পালন করেন। তোমরাও তো তাই করো না। তোমরাও তো মাস্টার জাগদম্বা। তোমাদের স্মৃতির মন্দিরও আছে। তোমরা চৈতন্য রূপে এখানে বসে আছো। বোঝানো যেন এতো ক্লিয়ার হয় যেন মানুষ বোঝে। দিলওয়ারা মন্দিরেও কত স্মরণিক তৈরী হয়ে আছে, নিচে তপস্যার ছবি উপরে বৈকুন্ঠ আঁকা রয়েছে । কত সুন্দর মন্দির বানানো আছে। তোমরাও এই ছবি বানিয়ে নিজেদের অফিসে রাখতে পারো, তোমাদের স্মৃতিতেও তাহলে আসবে। মনমনাভাব এবং স্বদর্শনচক্রেরও স্মৃতি মনে আসবে। শিববাবা আমাদের পড়ান , আমরা পুনরায় রাজা-রানী হবো। নিজেরাই ছবি বানিয়ে নিজেদেরকে সতর্ক করতে থাকবে। আমরা ২১ জন্মের জন্য পূজারী থেকে পূজ্যতে রূপান্তরিত হই , সুতরাং ছবির দ্বারা নিজের সেবার হবে এবং অন্যকে বোঝানোর সেবাও হবে। এইরকম বাচ্চাদেরকে বাবাও খুশি থাকেন । যে সব বাচ্চারা না অনুসরণ করবে, না সুপুত্র হবে, বাবাও তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হবেন। বলবেন বাচ্চারা নিজেদেরকে করুণা করেনা। বাবার দেখানো পথ অনুসরণ না করলে পদ-ভ্রষ্ট হয়ে যাবে। তাহলে এই ধরণের ছবির দ্বারাও তোমরা খুব সাহায্য পাবে। তোমরা খুব ভালো ভাবে কাকে বোঝাতে পারবে।ওটা হলো হঠযোগ এবং এটা রাজযোগ। ওই গুরুরা তো রাজযোগ শেখাতে পারে না আমরা অসীমের সন্ন্যাসী। সন্ন্যাসের অর্থ পাঁচ বিকার থেকে সন্ন্যাস। ওরা পবিত্র হয় জঙ্গলে গিয়ে। আমরা গৃহস্থে থেকেও পদ্ম ফুলের মতন পবিত্র থাকি তাই এই অলংকার বিষ্ণুকে দেখানো হয় । আমরা এই রকম হই - এটা বোঝাতে খুব বুদ্ধির চতুরতার

প্রয়োজন, বাবাও খুব চতুর কিনা! তোমাদের তো দৈবী গুণও ধারণ করতে হয়। খুব মিষ্টি মেজাজ হওয়া উচিত। বাবার টেম্পার দেখো, কত সুন্দর । যদিও ওঁনাকে কালেরও কাল বলা হয়, কিন্তু উনি মোটেও কঠোর নন। উনি তো বোঝান ,আমি এসে সকলকে নিয়ে যাই এবং এতে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। বাচ্চারা, তোমাদের শ্রীমতের দ্বারা সুন্দর ফুল হতে হবে। তোমাদের,সব আত্মাদের পুরানো শরীর থেকে মুক্ত করে ফিরিয়ে নিয়ে যাবো। নাটকের অঙ্গ হিসাবে তোমাদেরকে যেতেই হবে। তোমাদেরকে এখন এমন কর্ম শেখাই, যে কর্ম করলে অনুতপ্ত হতে হয় না। তারপর তোমাদের সকলকে নিয়ে যাই। এটাও বলবো -কি করে যাবে,কে থাকে।পরে যখন কাছা-কাছি হবো তখন সব বলবো। যতক্ষণ জীবিত,নতুন-নতুন পদ্ধতি বোঝাতে থাকবে। পিতার নির্দেশনে চললে তিনিও খুশি হন। সকলেই সেবা কার্যে সহযোগিতা পাবে। খুশির পারদ উর্ধমুখী হবে। বাবা নানারকম যুক্তির কথা বলেন। বড়ো ছবি ছবি বানিয়ে সেন্টারে রাখতে পারো। যাতে মানুষ কনট্রাস্ট বুঝতে পারে। আচ্ছা।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণ, ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

রাত্রি ক্লাস -২৮-০৩-১৯৬৮

বাবা বুঝিয়েছেন, এমন অভ্যাস করো - এখানে সবকিছু দেখো, নিজের ভূমিকা পালন করো- কিন্তু বুদ্ধি শুধু বাবার দিকেই যেন থাকে। জানা আছে এই পুরানো দুনিয়া সমাপ্ত হয়ে যাবে। এই দুনিয়া ত্যাগ করে আমাদেরকে গৃহে ফিরতে হবে। এই খেয়ালটা আর কারো বুদ্ধিতে হবে না। আর কেউ এটা বোঝে না। তারা মনে করে এই দুনিয়া বহু দিন ধরে চলতেই থাকে। তোমরা বাচ্চারা জানো আমরা এখন আমাদের নতুন দুনিয়াতে যাচ্ছি। রাজযোগ শিখছি।আর কিছুদিন পরেই সত্যযুগের নতুন দুনিয়া অর্থাৎ অমরপুরীতে যাব। এখন তোমরা রূপান্তরিত হচ্ছ । আসুরিক মানুষ থেকে বদলে দৈবী মানুষ তৈরী হচ্ছ । বাবা মানুষ থেকে দেবতায় রূপান্তরিত করছেন। দেবতাদের দৈবী গুণ থাকে। তারাও মানুষই, কিন্তু তাদের দৈবী গুণ রয়েছে। এখানকার মানুষদের রয়েছে আসুরী গুণ। তোমরা জান এই অসুরি রাবনরাজ্য আর থাকবে না। এখন আমরা দৈবী গুন্ ধারণ করছি। নিজেদের জন্ম-জন্মান্তরের পাপও যোগবলের দ্বারা ভস্মীভূত করছি। করো বা নাই করো, সে তো সকলেরই ভবিতব্য জানে। প্রত্যেককে নিজেকে দুর্গতি থেকে সদগতি অর্থাৎ সত্যযুগে নিয়ে যাবার জন্য পুরুষাকার করতে হবে। সত্যযুগে বিশ্বের বাদশাহী আছে। একটাই রাজ্য হয়। এই লক্ষ্মী-নারায়ণ তো বিশ্বের মহারাজা-রানী, তাই না ! দুনিয়ায় কেউ এসব কথা জানেনা। ওয়ান ওয়ান থেকে তাদের রাজত্বের (সত্যযুগী রাজত্ব) সূচনা হয়। তোমরা জানো যে আমরা সেটাই হতে যাচ্ছি । পিতা বাচ্চাদেরকে নিজের থেকেও উচ্চে নিয়ে যান তাই বাবা নমস্কার করেন। জ্ঞান সূর্য, জ্ঞান চন্দ্র, জ্ঞানই লাকি নক্ষত্ররাজি। তোমরা লাকি। তোমরা সেটা বুঝতে পার যে বাবা সঠিক অর্থেই নমস্কার করেন। পিতা এসে গহন সুখ প্রদান করেন। এই জ্ঞান ভীষণ ওয়ান্ডারফুল। তোমাদের রাজকীয়তাও ওয়ান্ডারফুল। তোমাদের আত্মাও ওয়ান্ডারফুল। রচনাকার ও রচনার আদি, মধ্য ও অন্তের সমস্ত জ্ঞান তোমাদের বুদ্ধিতে আছে। তোমাদেরকে নিজের মতন তৈরী করার জন্য কত পরিশ্রম করতে হয়। প্রত্যেকেরই ভাগ্য তো পূর্ব কল্প অনুযায়ী নির্ধারিত। তাও বাবা সকলকে পুরুষার্থ করান। এটা বলা যাবে না যে অষ্ট রত্ন কারা হবে। নাটকে বলার কোনো ভূমিকাই নেই।

পরে ক্রমশঃ তোমরা নিজেদের ভূমিকাও জেনে যাবে। যে যেমন পুরুষার্থ করবে তার ভাগ্যও তেমন হবে। বাবা আছেন রাস্তা দেখানোর জন্য। এরপর যে যতটা সেটাই চলতে পারে। এনাকে তো সুক্ষ্মলোকে দেখতে পাওয়া যায়, প্রজাপিতা ব্রহ্মা এখানে সাথে বসে আছেন। ব্রহ্মা থেকে বিষ্ণু মুহূর্তে হওয়া যায়। বিষ্ণু থেকে ব্রহ্মা হতে ৫০০০ বছর লাগে। বুদ্ধির দ্বারা চিন্তা করলে কথাটা একদম সঠিক মনে হয়। যতই ত্রিমূর্তি বানাক - ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শঙ্কর কে? তা তারা বুঝতে পারে না। এখন তোমরা বুঝতে পারো। তোমরা কত পদ্মাপদম সৌভাগ্যশালী বাচ্চা।দেবতাদের পায়ে পদ্মফুল দেখানো হয়। পদ্মপতির নামও প্রখ্যাত । গরিব সাধারণেরাই পদ্মপতি হয়। কোটিপতিরা আসেনা। ৫-৭ লাখ ওয়ালাদের সাধারণ বলা হবে। এখন তো ২০-২৫ হাজার কোনো ব্যাপারই নয়। কেউ পদ্মপতি যদি হয়ও, তাও এক জন্মের জন্য। সে যদি আসেও কিছু জ্ঞান নিয়েও থাকে, তবুও সব স্বাহা তো করবে না। তারাই সব কিছুই স্বাহা করেছিল যারা যজ্ঞ রচনার প্রথম দিকে এসেছিল। ঝট করে সকলের পয়সা কাজে লেগে গেল। গরিবের পয়সাই কাজে লেগে যায়। সাহুকারদের বলা হয় এখন সেবা করো। ঈশ্বরীয় সেবা করতে হলে সেন্টার খোলো, পরিশ্রমও করো। দৈবী গুণও ধারণ করো। বাবাকে দীনবন্ধুও বলা হয় । ভারত এখন সবথেকে দরিদ্র দেশ। ভারতের আদমশুমারিই সবথেকে বেশি। প্রথমে এসেছে না। যারা স্বর্ণযুগে ছিল তারাই লৌহ যুগে এসেছে। অত্যন্ত দরিদ্র। ব্যয় করতে করতে সব শেষ করে দিয়েছে। বাবা বোঝান, এখন তোমরা পুনরায় দেবতায় রূপান্তরিত হচ্ছ । নিরাকার ঈশ্বর তো সেই - এক । বলিহারি তো সেই একজনেরই। অন্যদের বোঝানোর জন্য তোমরা কত পরিশ্রম করো। কত ছবি আঁকো। পরে ক্রমশঃ ভালো করে বুঝে যাবে। নাটকের ঘড়ি তো টিক-টিক করে চলতেই থাকে। এই নাটকের টিক-টিক তোমরা বোঝো। সারা দুনিয়ার নাটক হুবহু কল্পের পর কল্প এক্যুরেট রিপিট হয়। প্রতি সেকেন্ডের পর সেকেন্ড চলতে থাকে। বাবা এ সব কথাই বোঝান, তার পরও বলেন মন্মনাভব। বাবাকে স্মরণ করো। কেউ কেউ আগুন বা জলের উপর দিয়ে হেঁটে যায়, কিন্তু লাভ কি ? এর দ্বারা থোড়াই আয়ু বৃদ্ধি হয় ! আচ্ছা !

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি অলৌকিক বাচ্চাদের বাপদাদার স্মরণ ভালোবাসা ও গুডনাইট।

ধারণার জন্য মুখ্য সার ---

১) নিজের মেজাজ (টেম্পার) খুব মিষ্টি রাখতে হবে। শ্রীমতে বাবার মতন প্রিয় হয়ে নিজেকে ফুলের মতন বানাতে হবে।

২) নিজেকেই নিজের উপর করুণা করতে হবে। নিজেকে সতর্ক করার জন্য এইম অবজেক্ট সামনে রাখতে হবে। আত্মীয়-স্বজনদের উপরও করুনা করতে হবে।

বরদান : - নিজের উদারতার দ্বারা সকলকে আপন অনুভব করাতে সমর্থ বাবার মতন সর্বস্ব ত্যাগী ভব

সর্ব - বংশ ত্যাগী সে যার সংকল্প,স্বভাব,সংস্কার ও প্রকৃতি পিতার মতন। পিতার যা স্বভাব তোমাদেরও তাই যেন হয় । বাবার মতন স্নেহ, করুণা ও উদারতার সংস্কার হলে, তাকেই বিশাল হৃদয়বান বলা হবে। বিশাল হৃদয় অর্থাৎ সকলকে আপনজন মনে হওয়া। বিশাল হৃদয়বান হলে তন,

মন, ধন এবং সম্পর্কে সফলতা বৃদ্ধি হয়। সংকীর্ণমনাদের পরিশ্রম বেশি হয়, সফলতা কম হয়। বিশাল হৃদয়, উদার হৃদয় হলেই বাবার সমান হয়, আর তার প্রতি সাহেবও সদয় হন।

শ্লোগান :- পরিপক্ক হওয়ার জন্য পরীক্ষাকে শুভ-সংকেত মনে করে খুশি থাকো।